হেনকালে সেই সাধু গঙ্গা স্নানে যায়।
রাজপুত্র হাঁচি দিল এমন সময়।।
হাঁচি শুনি সাধু শিরোমণি দিল বর।
'জীবন সহস্র বলে' করে ধরে কর।।
রাজপুত্র সাধুর চরণ গিয়া ধরে।
'আজ মম মৃত্যু' বলে ভাসে অশ্রুনীরে।।
সাধু বলে 'হরি বলে যে দিয়াছে হাঁচি।
জীবন সহস্র আমি তাহারে বলেছি'।।
রণে বনে গমনে ভোজনে স্নানে দানে।
হাঁচিতে সুফল ফলে বেদের বিধানে।।
পশ্চিমে পড়িলে হাঁচি বহু লভ্য হয়।
পশ্চিমেতে হাঁচি প'ল স্নানের সময়।।
হরিনাম ধ্বনি তোর ভক্তি রসময়।
তা'তে তোর হাঁচি শুনে প্রফুল্ল হৃদয়।।
জীবন সহস্র মম মুখেতে আসিল।
কুমার তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হইল'।।
রাজপুত্র বলে 'মম অবশ্য মরণ'।
বলিতে বলিতে তথা আইল শমন।।
মহিষবাহন যম কালদণ্ড করে।
রাজপুত্র বলে 'ঐ নিতে এল মোরে।।
সাধু বলে 'চল শঙ্করের কাছে যাই।
দেখি বাক্য রাখে কিনা শঙ্কর গোঁসাই।।
হেনকালে অন্নপূর্ণা বলে মৃদু হাসি।
দৈববাণী প্রায় যেন বলিল প্রকাশি।।
'বহুদিন করে সাধু সাধন ভজন।
সত্য সত্য সাধু বাক্য না হ'বে লঙ্ঘন'।।
বিশ্বেশ্বর বলে 'তুমি শুন ব্রহ্মময়ী।
তুমি যাহা বলিলে আমার বাক্য অই'।।
সাধু বলে 'ধর্মরাজ! শুনিতে কি পাও?
রাজপুত্র পরিবর্তে মম প্রাণ লও।।
শঙ্করী শঙ্কর বাক্য আমি দিনু বলে।
তিনবাক্য নষ্ট হয় রাজপুত্রে নিলে।।
যম বলে 'তব বাক্যে ছাড়িনু কুমারে।
নির্ভয়েতে হরি ভক্ত যাক্ নিজ ঘরে'।।
রাজপুত্র চ'লে গেল আপন ভবনে।
বন্দিলেন পিতামাতা ধাত্রীর চরণে।।
দুরন্ত কৃতান্ত শান্ত এ বৃত্তান্ত শুনি।
জয়পুরে প্রেমানন্দ জয় জয় ধ্বনি।
ধাত্রী বাক্যে পরে করে মহা মহোৎসব।
হরি বলে নৃত্য করে যতেক বৈষ্ণব।।
আর দেখ কর্ণপুত্র বৃষকেতু ছিল।
করাতে কাটিয়া তারে কৃষ্ণ পূজা কৈল।।
সেই পুত্র বাঁচালে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।
কেন না বাঁচিবে বল এ ছেলের প্রাণ?
কত মতে সাধু সেবা কৈল যশোবন্ত।
কেন ছেলে বাঁচিবে না ভকতি একান্ত।।
বৈষ্ণবের সুখভঙ্গ এই ভয় করে।
দুঃখ নাই মরা ছেলে সেরে রাখে ঘরে।।
যশোবন্ত পুত্র দিল অন্নপূর্ণা কোলে।
পতিপদ ধরি সতী হরি হরি বলে।।
'ওহে নাথ! এ তনয় আমার তো নয়।
ছেলের জীবন পেল বৈষ্ণব-কৃপায়।।
এ ছেলে থাকুক সাধু সেবায় নিযুক্ত।
বৈষ্ণব-নফর হো'ক বৈষ্ণবের ভক্ত।।
বৈষ্ণবের দাস হ'বে মম অভিলাষ।
এ ছেলের নাম থাক শ্রীবৈষ্ণব দাস'।।
পরে গৌরিদাস পরে শ্রীস্বরূপদাস।
এক বিষ্ণু পঞ্চ অংশে ভুবনে প্রকাশ।।
পঞ্চ ভাই জন্ম নিল ভুবনের মাঝ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।